বিজ্ঞান জ্ঞাপনে সামাজিক গণমাধ্যমের ভূমিকা: একুশ শতকের প্রেক্ষাপটে ভারতের অবস্থান

বকুল শ্রীমানী

বকুল শ্রীমানী একজন গণমাধ্যম শিক্ষয়িত্রীও'নতুন গণমাধ্যম ভিত্তিক বিজ্ঞান সম্প্রচার' বিষয়ে গবেষনারত। তাঁর গবেষনার বিশেষ দিক হল বিজ্ঞান সম্প্রচার, ওয়েব সাংবাদিকতা ও শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু অ্যানিমেশন ব্যবহারের মাধ্যমে আকর্ষক রূপদান।

সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান সময় সামাজিক গণমাধ্যম তথা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোত ভাবে মিশে গেছে। "ফেসবুক", "হোয়াটস এপ", "ইনস্টাগ্রাম", "ইউটিউব", "ব্লগ" সহ নানা সামাজিক গণমাধ্যম দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে সামাজিক গণমাধ্যম, গণজ্ঞাপনে বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারগুলি শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া নয়, তাদের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনাও জাগ্রত করা। মানুষের বৌদ্ধিক ও যুক্তিগ্রাহ্য ভাবনা, বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে সামাজিক গণমাধ্যম এক অভূর্পূবত ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। অন্যান্য গণমাধ্যমের পাশাপাশি সামাজিক গণমাধ্যমের সঠিক ব্যবহার বিজ্ঞান জ্ঞাপনে এক অন্য মাত্রা দিতে পারে। প্রস্তাবিত নিবন্ধে বিজ্ঞান জ্ঞাপনের অগ্রগতিতে সামাজিক গণমাধ্যমের ভূমিকা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হবে।